যুগান্তর

তারিখ ... 18 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৩ কলাম ... ৬ ...

হয়রানির অপর নাম প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর

সাদিকুল ইসলাম নিয়োগী পন্নী

জাতির মেরুদণ্ড গড়ার মূল কারিগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাদের দুঃখ-কষ্ট ও হয়রানির অন্ত নেই। নিম্নমানের বেতন স্কেল, ভাতা বোনাসে বৈষম্যসহ নানা সমস্যার কারণে মেধাবীরা এখন এ পেশায় আসতে চান না। চাকরি নেয়া থেকে শুরু করে বদলি ও পেনশনের টাকা তুলতেও ঘুষ প্রদান করতে হয় তাদের।

টাকা ছাড়া চাকরি হয় না

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরি এখন সোনার হরিণ। এখানে চাকরি পেতে শুধু মেধা হলেই চলবে না। প্রয়োজন লবিয়িং, তদবির ও টাকা। স্থানীয় দালাল, নেতা, জেলা শিক্ষা অফিসার (ডিপিইও), উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার (টিইও) এমনকি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের কর্তা ব্যক্তিদের ম্যানেজ না করলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরি পাওয়া অসম্ভব। সবমিলে ৫-৭ লাখ টাকা খরচ না করলে চাকরি হয় না। অন্যদিকে মৌখিক পরীক্ষার চুক্তির ক্ষেত্রেও কমপক্ষে ২-৩ লাখ টাকা দিতে হয়। তবে অনেকসময় এ দালালচক্রের খপ্পরে পড়ে অনেকেই প্রতারিত হন।

বদলিতে হয়রানি

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক নিজ এলাকায় থেকেই চাকরি করতে চান। স্বল্প বেতনের এ চাকরি এলাকার বাইরে থেকে করলে থাকা-খাওয়ার খরচেই পুরো টাকা চলে যায়। তাই অন্যত্র চাকরি হলে সবাই নিজ এলাকার স্কুলে বদলি হওয়ার চেষ্টা করেন। বদলিতেও চলে ঘুষ বাণিজ্য। একাধিক শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বদলির কোনো আবেদন করলেই জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিসেই খরচ করতে হয় ১০ থেকে ২০ হাজার টাকা। টাকা না দিলে ফাইল মাসের পর মাস পড়ে থাকে। অধিদফতরে তো হয়রানির সীমা নেই। অভিযোগ মতে, কর্মচারীরা টাকা ছাড়া কিছুই বোঝেন না।

মুক্তিযোদ্ধার ফাইল গায়েব

নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া উপজেলার নওপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গত মাসে অবসরে যাওয়া প্রধান শিক্ষকের শফিকুল ইসলাম নিয়োগী। তার চাকরিতে ব্রেক অফ সার্ভিস থাকার কারণে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরে একাধিকবার আবেদন করেন। কিন্তু তাতে কোনো সাড়া মেলেনি। পরে তার সমস্যাটি নিয়ে প্রতিমঞ্চে ২০১০ সালের ৫ অক্টোবর সংবাদ প্রকাশ হলে তা কর্তৃপক্ষের নজরে আসে। এর পরিপ্রেক্ষিতে অধিদফতর শফিকুলের মৌখিক শুনানির জন্য ২০১১ সালের ১৫ মে তার কাছে প্রথম চিঠি পাঠায়। চিঠি পেয়ে তিনি নির্ধারিত তারিখে অধিদফতরে আসেন। কিন্তু তিনি মহাপরিচালকের সাক্ষাৎ পাননি। শফিকুল জানান, ২০১১ সালেই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর শফিকুলকে চিঠি পাঠিয়ে পাঁচ দফা অধিদফতরে ডাকেন। কেন্দুয়া থেকে ছুটে এলেও অধিদফতরের কর্তাব্যক্তিকে তিনি পাননি। এভাবে ১০-১২ বার অধিদফতরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে এ মুক্তিযোদ্ধা অবশেষে অধিদফতরের সহকারী পরিচালক দেবেশ চন্দ্র সরকারের কাছে (বিদ্যালয়) লিখিত দিয়ে যান। দেবেশ বিষয়টি দেখবেন বললেও পরে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। সর্বশেষ ২০১৫ সালের মে মাসে দেবেশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফাইল নেই বলে জানান। তিনি ওই মুক্তিযোদ্ধাকে আবার আবেদনের পরামর্শ দেন। সে অনুযায়ী শফিকুল ইসলাম চলতি বছরের ২৭ মে আবার আবেদন করেছেন। কিন্তু এখনও তার কোনো হদিস হয়নি। এদিকে শফিকুল চলতি জুলাই মাসে পেনশনের জন্য আবেদন করেছেন।

দপ্তরি কাম প্রহরী নিয়োগ

প্রাথমিক শিক্ষাকে আরও যুগোপযোগী ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সহযোগিতার জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যায়ক্রমে দপ্তরি কাম নৈশ প্রহরী (এমএলএসএস) নিয়োগের সীদ্ধান্ত গ্রহণ করে কর্তৃপক্ষ। কিন্তু ওই নিয়োগ নিয়ে সারা দেশে শুরু হয় ঘুষ বাণিজ্য। সরকারি দলের নেতা, প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য, জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিসাররা লাগামহীন ঘুষ বাণিজ্যে জড়িয়ে পড়েন। দেশের বিভিন্ন স্থানের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে, চতুর্থ শ্রেণীর এ চাকরির জন্য প্রার্থীদের ৩ থেকে ৭ লাখ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে।

যত হয়রানি পেনশনে

শিক্ষকরা জানান, শিক্ষকদের অবসরকালীন ছুটি (পিআরএল) শেষ হওয়ার পর একজন শিক্ষক তার পেনশনের জন্য প্রথম আবেদন করেন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে। যে কারণে প্রথম ঘুষের টাকা গোনা শুরু হয় সেখান থেকেই। শিক্ষকদের অভিযোগ, পেনশনের ফাইল নিয়ে কোনো শিক্ষক উপজেলা শিক্ষা অফিসে গেলে সেখানকার অফিস সহায়ক, পিয়ন থেকে শুরু করে অধিকাংশ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ঘুষ নেয়ার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েন। কর্মকর্তারা সরসারি ঘুষ না নিলেও তারা অফিস সহায়ক কিংবা পিয়নের মাধ্যমে নিয়ে থাকেন। কেরানি-অফিস সহায়ক ও পিয়নদের টাকা না দিলে তারা পেনশনের কোনো প্রক্রিয়াই শুরু করেন না। উপজেলা শিক্ষা অফিসের ঝামেলা শেষ হলে ফাইল চলে যায় জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে। এ ব্যাপারে জানতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক মো. আলমগীর বলেন, শিক্ষকদের বিদেশ গমনের জন্য ছুটি ও প্রধান শিক্ষকদের পিআরএল বিষয়টি ছাড়া বাকি সব কাজ উপজেলা ও জেলা অফিসেই করা যাবে। এ নিয়ে ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বৈঠকও হয়েছে। মন্ত্রণালয়ও একমত পোষণ করেছে। আর প্রধান শিক্ষকদের পদমর্যাদা বৃদ্ধির কারণে নিয়মানুযায়ী তাদের পেনশনের বিষয়টি নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠান হিসেবে অধিদফতরকেই দেখতে হবে। পেনশনের ক্ষেত্রে কোনো শিক্ষককেই হয়রানি করা হয় না। আর মুক্তিযোদ্ধার ফাইলের ব্যাপারে তিনি বলেন, নতুন আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে যে ফাইল হয়েছে এটি তিনি গুরুত্বের সঙ্গে দেখবেন।